জনস্বাস্থ্য আন্দোলন এবং সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কের মিলিত পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা

২৪ এপ্রিল, ২০২০

****

কমিউনিটি সংক্রমণ বা সমাজের একজন থেকে আর একজনের মধ্যে করোনা ভাইরাস সম্ভবতঃ ছড়াতে শুরু করেছে- যেটাকে স্টেজ ৩ সংক্রমণ বলা হচ্ছে। স্টেজ ২ এ এই সংক্রমণ আটকে রাখাতে নানান দুর্বলতা হয়েছে – যেমন আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল আরো আগে বন্ধ করা – বা হোম কোয়ারান্টাইন নিশ্চিত করতে আরো কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ ছিল আরো আগেই। কিন্তু তবুও একথা না মেনেও উপায় নেই যে সামাজিক সংক্রমণ আমাদের দেশে অবশ্যম্ভাবী ছিল। মানুষের চলাচল আটকে এটা কে মন্থর করা যাবে, কিন্তু একেবারে আটকানো যাবেনা।

উদ্বেগের কথা হোল কেন্দ্রীয় সরকার মানুষকে কতজন কোভিড ১৯ আক্রান্ত হয়েছে সে নিয়ে সীমিত তথ্য দিচ্ছে। রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে আক্রান্তের সংখ্যাও সঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। আমাদের দেশে এমনিতে যে সরকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা পর্যবেক্ষন ব্যবস্থা রয়েছে তা ইনফ্লুএঞ্জা লাইক সিম্পটম (ILI) বা সিভিয়ার একিউট রেসপিরেটরী ইলনেস (SARI) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে। এই পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় ধরা পড়েছে ইতিমধ্যেই এই জাতীয় রোগের সিম্পটমে আক্রান্তের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত শীর্ষে পৌঁছেছে - ধরে নেওয়া যেতে পারে তার অধিকাংশই কোভিড ১৯ এর আক্রমন হেতু। সরকারী ভাবে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী এই সংক্রান্ত রিপোর্ট শেষ প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ তথ্য চেপে রাখা র একটি কারন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়ানো। কিন্তু এর খারাপ দিকটা হচ্ছে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভবিষ্যতে কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ ব্যপকতর মহামারীর আকার নিলে তা ঠেকানোর প্রস্তুতি নিয়ে উঠতে পারবেনা। মানুষ সঠিক তথ্য পাচ্ছেনা বলে এক ধরনের সঙ্কষ্টিতেও ভুগে সিম্পটম নিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্যে ভিড় করছে যখন হাসপাতালগুলিতে – সেখানে অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে আক্রান্ত করছে তাদেরও। হাসপাতালের আউটডোরে সম্ভাব্য রোগীদের চিহ্নিত করে অন্যান্য রোগীদের থেকে আলাদা করার ব্যবস্থা আগামী দু এক দিনের মধ্যেই করে ফেলার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে জেলা ওয়ারী তথ্য প্রকাশ করার – ILI / SARI ও কোভিড ১৯ সংক্রান্ত দু ধরনের তথ্যই।

সরকারের কাছে আমাদের আবেদন-

জনগনকে সঠিক তথ্য জানান। আতঙ্ক যাতে না ছড়ায় সে দায়িত্ব আমরা নেবো। সমস্ত নাগরিক সংগঠন,বিশেষতঃ জন বিজ্ঞান সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন- সবাই মিলে আমরা চেষ্টা করবো আতংক ঠেকানোর। চেষ্টা করবো “আলাদা করো – পরীক্ষা করো – চিকিৎসা করো (Isolate – Test – Treat), খুঁজে বার করো (Trace)” – এবং সাথে “সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করো” এই নীতি সর্বতোভাবে রূপায়িত করার। এ কাজ মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস ছাড়া করা সম্ভব নয়। শুধুই লকডাউন বা সামাজিক দূরত্ব র মতো ব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক ও অসম্পূর্ণ।

এই সপ্তাহের গোড়ায় ডিজি – আই সি এম আর ঘোষণা করেছেন সপ্তাহে ৬০০০০ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত দেরীতে নেওয়া হলেও আমরা স্বাগত জানাই।

যে ভাবে কোয়ারান্টাইন বা সামাজিক দূরত্ব লাগু করা হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার নানান ঘাটতি আমাদের গভীর উদ্বেগের কারন। মানবাধিকার এর বিষয়টিও চিন্তার। অস্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাতেও এই পরিস্থিতিতে মানবাধিকার লংঘন হবেই। তাকে এড়াতে হলে এই নিয়ে কাজ করে যে সমস্ত সামাজিক সংগঠন তাদের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন শুধু নৈতিক কারনেই নয়- প্রয়োজন এই ব্যবস্থার কার্যকারীতা সুনিশ্চিত করার জন্যেও।

বিচ্ছিন্ন করন, সামাজিক দূরত্ব বা বাড়ি তে কোয়ারান্টাইন সংক্রান্ত বিষয় গুলি নিয়ে নানা নির্দেশিকা যাতে সমাজের একদম নিচের তলায় পৌছয় তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আরো উদ্বেগের কথা- দেশ জোড়া লকডাউন এর ফলে এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সমস্ত অভিমূখ একটিই মাত্র রোগের দিকে ঘুরে যাওয়াতে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা – বহিঃ চিকিৎসা বিভাগ, টিবি, এইচ আই ভি বা প্রসূতি চিকিৎসা র মতো পরিষেবা ব্যহত হবার সম্ভাবনা আছে।

বিস্তৃত জানার জন্য যোগাযোগ-

T. Sundararaman – 9987438253
D. Raghunandan - 9810098621
Sulakshana Nandi – 9406090595
Sarojini N. – 9818664634